বাঁচানো যায়নি শিশু জান্নাতুলকে

ডাক্তার বললেন, মেডিকেলে নিয়ে যান- বাবা ভাড়া জোগাড় করতে করতেই মারা গেল শিশুটি। ২৪ ঘন্টা ধরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টার পরও মৃত্যুর কাছে হার মানতে হলো শিশুটিকে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নিজ বাড়িতে শিশুটি মারা যায়। শিশুটি মারা যাওয়ার খবরে তাকে এক নজর দেখতে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামে শতশত মানুষের ঢল নামে। এর আগে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উন্নত চিকিৎসার জন্য বেলা সাড়ে ১২টার দিকে শিশুটিকে রাজশাহী মেডিক্যালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

কিন্তু রাজশাহী যাওয়ার মত টাকা শিশুটির বাবার কাছে না থাকায় শিশুটিকে বাড়িতে নেওয়া হয়। অর্থ জোগাড় করার প্রস্তুতির এক পর্যায়ে দুপুর দেড়টার দিকে মায়ের কোলেই নিথর হয়ে পড়ে শিশু জান্নাতুল।

শিশু জান্নাতুলের মৃত্যুর পর ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে। অনেকে শিশুটির মৃত্যুর জন্য বেসরকারী ক্লিনিক উপশম নাসিং হোমের চিকিৎসক ও আয়াদের অবহেলাকে দায়ী করে তাদের শাস্তির দাবি তুলেন।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের মুদি দোকানী আবদুল হালিমের স্ত্রী জিনিয়া খাতুনের প্রসব বেদনা উঠলে পরিবারের সদস্যরা রোববার বিকালে তাকে শহরের উপশম নাসিং হোমে ভর্তি করান।

সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোর ৪টার দিকে জিনিয়া নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে কন্যা সন্তান প্রসব করেন। পরিবারের সদস্যরা শিশুটির নাম দেন জান্নাতুল। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই ক্লিনিকটির নার্স আয়াদের পক্ষ থেকে জানানো হয় মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করেছে প্রস্যুতি জিনিয়া। এরপর মৃত ভেবেই তাকে ফেলে রাখা হয় ক্লিনিকের একটি রুমের মেঝেতে।

এমন অভিযোগ এনে শিশুটির বাবা আব্দুল হালিম জানান, মৃত কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরে আমরা যখন দাফন কাফনের জন্য প্রস্তুতি

নিতে থাকি। তখনই আমার স্ত্রী (জিনিয়া) তার কন্যাকে শেষ বারের মত দেখতে চাই। কিন্তু ক্লিনিকটির আয়ারা শিশুটির গলাচেপে উঁচু করে আমাদের বলেন এই দেখেন মৃত বাচ্চা।

তারপরও আমার স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী কোলে নিতেই নড়ে উঠে আমার সদ্য ভূমিষ্ঠ কন্যা। এ সময় আমরা চিৎকার দিয়ে উঠলে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে শিশুকে অক্সিজেন দেন। এরপর অবস্থা বেগতিক দেখে জান্নাতুলকে গোপনে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করতে বলেন।’ তাদের কথামত সোমবার সকালে আমরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করি।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল রোডের উপশম নাসিং হোম কর্তৃপক্ষের এমন কান্ডজ্ঞানহীন খবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে শিশুটিকে দেখতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভীড় জমান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. আসাদুর রহমান মালিক খোকন জানান, ‘নির্ধারিত সময়ের আগেই শিশুটি জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া নিউমোনিয়ায়ও আক্রান্ত ছিল শিশুটি। আমাদের পক্ষ থেকে তাকে ইনকিউবেটরের মধ্যে রেখে প্রাণপণ চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই শিশুটির উন্নতি না হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যালে পাঠানোর পরামর্শ দিই। দুপুরে শিশুটির পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নেন।

শিশু জান্নাতুলের বড় চাচা বরকত আলী জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে রাজশাহী মেডিক্যালে রেফার্ড করলেও আমাদের হাতে রাজশাহী যাওয়ার মত কোন টাকা পয়সা ছিলনা। এজন্য আমরা দুপুরে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে শিশুকে বাড়িতে নিয়ে আসি। এরপর টাকা জোগাড় করার প্রস্তুতি নিতে থাকি। কিন্তু এরই এক পর্যায়ে দুপুর দেড়টার দিকে মায়ের কোলেই নিথর হয়ে পড়ে শিশু জান্নাতুল।

শিশুটির মৃত্যুর খবরে দুুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামে গিয়ে দেখা যায় শিশুর মা জিনিয়া খাতুন প্রলাপ বকছেন। তিনি তার শিশু কন্যার মৃত্যুর জন্য উপশম নাসিং হোমের চিকিৎসক ডা. জিন্নাতুল আরা, ক্লিনিকটির নার্স ও আয়াদের অবহেলাকে দায়ী করেন।

অভিযোগ আনেন জীবিত থাকা অবস্থায় আমার সন্তানকে মৃত ঘোষনা দিয়ে তাকে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়। আমি শেষ বারের মত দেখতে না চাইলে জীবিত অবস্থায় হয়ত..!

এ ব্যাপারে ডা. জিন্নাতুল আরা বলেন, ‘শিশুটি যখন ভুমিষ্ঠ হয় একেবারেই শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল না। নাভির কাছে কেবল ঢিবঢিব শব্দ ছিল। চার ঘণ্টা অক্সিজেন দেয়ার পর সে কিছুটা সুস্থ্য হলে আমরা (সোমবার) চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।

তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিশুটিকে চিকিৎসা দিতে আমরা স্বাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ.এস.এম মারুফ হাসান জানান, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

মেপ্র/ আরপি

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম জাহিদের বিরুদ্ধে পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম ও তার ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে অসত্য, বিদ্বেষপূর্ণ, বানোয়াট ও মিথ্যা প্রতিবেদন ছাপানোর প্রতিবাদে ঝাড়ু মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে স্থানীয় শহরে এই ঝাড়ু মিছিল ও মেয়রের কুশপুত্তলিকা দাহ করা।
মিছিলে দলীয় নেতা-কর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মহিলারা ঝাড়ু হাতে মিছিলে অংশ নেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়।

পরে শহরের পায়রা চত্তরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সামাউল হক লাড্ডু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল আরমান,

পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন হোসেন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব শেখ, পৌর সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন-আহ্বায়ক আরিফ শেখ, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মামুন, সাবেক ছাত্র নেতা প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক লীগ নেতা আজাদ হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা রাহুল প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ১২ জানুয়ারী আদালতের নির্দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মেয়র সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণ মামলা রেকর্ড হয়। ১৫ জানুয়ারী কোটচাঁদপুর জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুক্তভোগী ওই নারী মেয়রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেন।

নারী ধর্ষণের অভিযোগে কোটচাঁদপুর মামলা দায়েরের পর স্থানীয় একটি দৈনিকে মেয়র কর্তৃক পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম ও তার ছোট ভাই আক্তারুজ্জামান শাহিনকে দোষারোপ করে স্থানীয় একটি দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানান।

সভা শেষে সন্ধায় মেয়র জাহিদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ইলেক্ট্রনিক্স মিস্ত্রির মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বিষয়খালী এলাকার কড়ইতলা নামক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মহিবুল ইসলাম (২২) নামের এক ইলেক্ট্রনিক্স মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মহিবুল ইসলাম সদর উপজেলার বিষয়খালী পশ্চিমপাড়া গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় বাবুল হোসেন নামের একজন জানান, মহিবুল ইসলাম কড়ইতলা এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করছিল। হটাৎ বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মুসলিমা খাতুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে এলইডি সার্চ লাইট ও হাইড্রোলিক হর্নের বিরুদ্ধে অভিযান

ঝিনাইদহ যশোর মহাসড়কে চুটলিয়া নামক স্থানে চলাচলকারী বাস-ট্রাক, ইজি বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহনে এলইডি লাইট, সার্চ লাইট ও হাইড্রোলিক হর্ন বন্ধে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান পরিচালতি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।

এসময় ট্রাফিন ইন্সপেক্টর কাজী হাসানুজ্জামান, গৌরাঙ্গ পাল, মাজহারুল ইসলাম, সার্জেন্ট সুজনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ঝিনাইদহ ট্রাফিক ইন্সপেক্টর গৌরাঙ্গ পাল জানান, বাস-ট্রাকে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ। পাশাপাশি ইজিবাইকে এলইডি লাইট ও ট্রাকে সার্চ লাইট ব্যবহারের ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

তাই পুলিশ সুপারের নির্দেশে এ অভিযানের মাধ্যমে শতাধীক বাস-ট্রাক থেকে হাইড্রোলিক হর্ন এবং সার্চ লাইট খুলে নেওয়া হয়।

পাশাপাশি ইজি বাইক থেকে খুলে নেওয়া হয় সাদা এলইডি লাইট। অপর ট্রাফিক ইন্সপেক্টর কাজী হাসানুজ্জামান জানান, আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে ২ দিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড শুরু

‘মেধাই সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই ভবিষ্যৎ’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ২ দিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এ মেলার আয়োজন করে সদর উপজেলা প্রশাসন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জীবন কুমার বিশ্বাস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এম এম আরিফ সরকার, ফজর আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জয়া রানী চন্দ, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

২ দিন ব্যাপী এ মেলায় সদর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪০ টি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদর্শণ করেছে। এসব স্টলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রকল্প স্থান পেয়েছে। বুধবার বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই মেলা শেষ হবে।

মেলায় আগত শিক্ষার্থীরা বলেন, বিজ্ঞান মেলা উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন ছোট ছোট প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও প্রকল্পের মডেল নিয়ে এখানে এসেছি। নিজেদের মডেলের পাশাপাশি অন্য শিক্ষার্থীদের মডেল দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি।

মেপ্র/ আরপি

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল টর্নামেন্ট

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহযোগীতায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল টর্নামেন্ট ২০২০ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইবাদত হোসেন, মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা ফুটবল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ইমরান হোসেন, রেজাউল হক জোয়ার্দ্দার বাকুফে প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম বাদশা।
উদ্বোধনী খেলায় চুয়াডাঙ্গা ১-০ গোলে মেহেরপুরকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের তরুণ জয়সূচক গোল করেন।

খেলাটি পরিচালনা করেন পার্থ প্রতিম। তাকে সহযোগীতা করেন কামাল ও জুনায়িদ। মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গার বিপুল সংখ্যক দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে কৃষকদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে কাশ্মিরী আপেল কুল চাষ

গতানুগতিক আবাদ থেকে লাভবান না হওয়ায় ফরিদ উদ্দীন নামের এক কৃষকের সম্ভাবনাময়ী কাশ্মিরী কুল চাষে সাড়া ফেলেছে মেহেরপুরের গাংনীর চাষিদের মাঝে। দেখতে সুন্দর, সু-স্বাদু ও অধিক উৎপাদনশীল এই কাশ্মিরী কুল চাষ শুধু চাষী নয় বেকার যুবকদেরও হতে পারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

ইতোমধ্যে এলাকার কৃষক ও যুবকেরা কুল চাষের পরামর্শ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস। গতানুগতিক আবাদ থেকে ফিরে নতুন চাষে লাভবান হবে বলে আশায় বুক বেধেছেন জেলার অনেক কৃষক।

কুল চাষের বিষয়ে জানতে চাইলে জানা গেছে,বছর পাঁচেক আগের কথা। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের ব্যবসায়ি ফরিদ উদ্দীন তার ব্যবসায় একের পর এক লোকশান গুনছিলেন। স্থানীয় কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি শুরু করেন পেঁয়ারা চাষ। এতে কিছুটা লাভবান হলেও ফল চাষের উপর ঝুঁকে পড়েন তিনি।

গেল বছর তিনি পরীক্ষামূলক কাশ্মিরী কুল চাষ শুরু করেন। এক বিঘা জমিতে কুল চাষে খরচ হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ওই কুল বিক্রি করেন প্রায় এক লাখ টাকা। উৎপাদন খরচের দ্বিগুন লাভ হওয়ায় চলতি বছরে তিনি পাঁচ বিঘা জমিতে কুল চাষ শুরু করেন।

প্রতিটি গাছে থোকায় থোকায় লাল ও বাদামী রঙয়ের কুল শোভা পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না থাকলে এবং সঠিক ভাবে বাজারজাত করতে পারলে এবার তিনি পাঁচ লক্ষাধিক টাকা আয় করবেন বলে আশাবাদী।

এদিকে কুল চাষসহ নানা ফল চাষে চাষিদের বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় এনজিও সংস্থা পিএসকেএস এর কৃষি ইউনিট বিভাগ। পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কৃষি ইউনিট বিভাগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মাঠ দিবসের মাধ্যমে কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন বলেও জানান স্থানীয় কুষক।

কাশ্মিরী কুল চাষি জুগিন্দা গ্রামের ফরিদ উদ্দীন জানান, থোকায়

ধোকায় যে কুল দোল খাচ্ছে সেটি শুধু তারই নয় এলাকার শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের দ্বার উন্মোচনে আশা যোগাচ্ছে।

ধন মিয়ার সফলতা দেখে এ বছর প্রায় চাষী উৎসাহিত হয়ে প্রায় পনের বিঘা জমিতে এ কুল চাষ করেছে। তবে তারা এ বছর লাভবান হলে পরের বছর কৃষকের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

স্থানীয় অন্য এক চাষি আল আমিন হোসেন জানান, তিনি খোজ নিয়ে ফরিদ এর কুল বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি পরামর্শ ও কুৃলের চারা সংগ্রহ করে কাশ্মিরি কুলের আবাদ করবেন।

শুধু আল আমিন হোসেন নয়, এলাকার অনেক বেকার যুবকেরা কুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কুল চাষে আগ্রহী করতে ফরিদ হোসেন সকলকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, অপার সম্ভাবনাময়ী এ কুল চাষ অত্যান্ত লাভজনক। স্বল্প পরিশরে ও স্বল্প খরচে অনেক লাভ করা সম্ভব তাছাড়া এ কুলে পোড়া মাকড়ের আক্রমন নেই তাই কোন প্রকার কীটনাশকের ব্যবহারও হয়না । এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও নেই।

মেপ্র/ আরপি

বঙ্গবন্ধুর মায়ের নামে নাম রাখা হলো ময়লার স্তুপে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি নাম

চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী থানাধীন পশ্চিম শহীদনগর ওয়েল মিলস্ জি.সি. ফ্যাক্টরীর পাশে ময়লার স্তুপে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১ টি নবজাতক মেয়ে শিশু পড়ে থাকিতে দেখে স্থানীয় লোকজন বায়েজিদ বোস্তামী থানার অফিসার ইনচার্জ প্রিটন সরকার কে সংবাদ দিলে সঙ্গীয় ফোর্সসহ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় লোজনদের সহায়তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় নবজাতক মেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে

থানার অফিসার ইনচার্জ প্রিটন সরকার ।

পরে অক্সিজেন মোড়স্থ প্লাজমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য নবজাতক মেয়ে শিশুটিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে যান। ওসি প্রিটন সরকার মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের কৃতী সন্তান।

ওসি প্রিটন সরকার বলেন, ‘জাতির পিতার মায়ের নাম সায়রা খাতুন। আগামী ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক জন্মশতবার্ষিকী। মুজিববর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে সারাদেশে। মুজিববর্ষকে সামনে রেখে আমরা শিশুটির নাম দিয়েছি সায়রা। এ নামেই নথিপত্রে সে পরিচিত হবে। এছাড়া ওই শিশুটিকে কে বা কারা ময়লার স্তূপ ফেলে গেছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

ওসি জানান, রাকিব নামে ১৩ বছর বয়সী স্থানীয় এক পথশিশু ময়লার স্তূপের মধ্যে কাগজ কুড়ানোর সময় নবজাতক শিশুটির কান্না শোনে। সে স্থানীয় আরেক যুবককে বিষয়টি জানায়। ইমরান নামে ওই যুবক বিষয়টি ওসিকে জানান।

এরপর ওসিসহ পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে জীবিত অবস্থায় মেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে একটি ব্যাগে করে নবজাতকটিকে একটি কারখানার পেছনে আবর্জনার মধ্যে ফেলা হয়েছিল।

তিনি জানান, সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সুস্থ থাকায় নবজাতকটিকে পরিচর্যার জন্য সমাজসেবা অধিদফতরের ‘ছোট মনি নিবাসে’ রাখা হয়েছে। শিশুটি সুস্থ আছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে প্রশাসনের কর্মচারীদের পদবী পরিবর্তনের দাবিতে কর্মবিরতি অব্যহত

জেলা প্রশাসন সহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের (গ্রেড ১৩-১৬)পদবী পরিবর্তন এবং বেতন গ্রেড উন্নতি করনের দাবিতে বাংলাদেশ

কালেক্টরেট সহকারী সমিতি বাকাসস মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৩ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে।

মঙ্গল বার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়।

বাকাসাসের মেহেরপুর জেলার নেতা আফতাব আলী খান, নিজাম উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, রানা সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে বাসি-পঁচা মাংস বিক্রি করায় ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর শহরের বড়বাজারে বাসি- পঁচা মাংস বিক্রি করার দায়ে মাংস বিক্রেতা শুকুর আলীর কাছে থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত । একই সঙ্গে সমস্ত পচা মাংস জব্দ করে বিনষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহিদুল ইসলাম এ আদালত পরিচালনা করেন।

দন্ডিত শুকুর আলী মেহেরপুর শহরের চক্করপাড়ার মকবুল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, একজন ক্রেতা বড় বাজারের মাংস বিক্রেতা শুকুর আলীর কাছ থেকে গরুর মাংস কিনে নিয়ে যাই। ওই মাংস পঁচা গন্ধ দুর্গন্ধ বের হলে তিনি মাংস বিক্রেতাকে চ্যালেঞ্জ করেন। এসময় পৌরসভার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মনিরুল ইসলাম মাংস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন মাংস দিয়ে পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ২০০৯ আইন ৯ এর ৬১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

□□□□□/□□□